সংগ্রাম



গত মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদের এলমান আগাম অডিটোরিয়ামে ফিলিস্তিনে চলমান ইসরাইলী গণহত্যা ও আগ্রাসনের প্রতিবাদে স্বাধীন ফিলিস্তিনের দাবিতে এবং ফিলিস্তিনীদের ঐতিহাসিক প্রতিরোধ ও অপারেশন আল-আকসা ফ্লাড এর দুই বছর পূর্তি উপলক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) আয়োজন করে 'রক্তাক্ষর' শীর্ষক কবিতা পাঠের আসর। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমেদ খান, ডাকসুর ভিপি সাদিক কায়েম ও ফিলিস্তিন মিশনের উপপ্রধান জিয়াদ হাসান

প্রতিদিনের সংবাদ



ফিলিস্তিনের পক্ষে ঢাবিতে 'রক্তাক্ষর' কবিতা পাঠের আয়োজন

● ঢাবি প্রতিনিধি

ফিলিস্তিনে চলমান ইসরাইলি আগ্রাসন ও গণহত্যার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এবং স্বাধীন ফিলিস্তিনের দাবিতে বিশেষ কবিতা পাঠের আসর 'রক্তাক্ষর'র আয়োজন করেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি) কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু)। অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয় গত মঙ্গলবার সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদের এলমান আগাম অডিটোরিয়ামে। ডাকসুর সহ-সভাপতি (ভিএপি) সাদিক কায়েম অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। সঞ্চালনায় ছিলেন কামরুন নাহার শাম ও সালজিল আক্তার মেহেলী। স্বাগত বক্তব্য দেন ডাকসুর সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক মুনতাহা আলী ইশনে মোহাম্মদ। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ঢাবি ভিসি অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমেদ খান।

● এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

ফিলিস্তিনের পক্ষে ঢাবিতে 'রক্তাক্ষর'

● প্রথম পৃষ্ঠার পর

প্রধান বক্তা ছিলেন বাংলাদেশে নিযুক্ত ফিলিস্তিন মিশনের উপপ্রধান জিয়াদ হাসান। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন ছাত্র অধিকার পরিষদের সাধারণ সম্পাদক গাজানুল হাসান এবং শহীদ আবরার ফাহাদের ছোট ভাই ও বুয়েট শিক্ষার্থী আবরার ফাইয়াজ। শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন ঢাবি ডিবেটিং সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক রাদিব রামছুম এবং ঢাবি আবৃত্তি সংসদের সাধারণ সম্পাদক ওয়ালিজা বিনতে শমন। কবিতা পাঠে ও আবৃত্তিতে অংশ নেন বেবুত্তি ফাহাম জিনাত, ইমরান আহমেদ, লামি বেবুহান মাহমুদ, শাকিলা মাহমুদ, আবিদ আজম, মইন মুনতাসীর, ফাতিমা তাসনিম জুমা, আনান ইবনে মুনির, মৃদুয় মিজান, আদন আওয়ান, সানজিদা আনোয়ার, তাবাসসুম তাসনিম সাঞ্চারী, আফিয়া ইসলাম অর্পি, মাকসুদ হাসান, ইকবালুল আমান নাবিল, মোল্লা আবিদ হোসেন, সামিয়া ইসলাম প্রমুখ।

আবৃত্তি ও বক্তব্যে উঠে আসে ফিলিস্তিনিদের ন্যায্য অধিকার, নগ্ন-পীড়নের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধের ডাক এবং মানবিক সংহতির আহ্বান। ফিলিস্তিনের পক্ষে আন্তর্জাতিক জনমত গড়ে তোলা এবং 'মুক্ত ফিলিস্তিন' প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে ঐক্যবদ্ধ সবার আহ্বান জানান বক্তারা। অনুষ্ঠানে ফিলিস্তিনিদের ঐতিহাসিক প্রতিরোধ 'অপারেশন আল-আকসা ফ্লাড'-এর দুই বছর পূর্তিও স্মরণ করা হয়।

সময়ের আলো



ইসরাইলের বিরুদ্ধে ডাকসুর কবিতা পাঠের আসর

ঢাবি প্রতিনিধি

ফিলিস্তিনে চলমান ইসরাইলি গণহত্যা ও আগ্রাসনের প্রতিবাদে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) আয়োজন করেছে 'রক্তাক্ষর' শীর্ষক কবিতা পাঠের আসর। স্বাধীন ফিলিস্তিনের দাবি তুলেছেন এবং ফিলিস্তিনিদের ঐতিহাসিক প্রতিরোধ, 'অপারেশন আল-আকসা ফ্লাড'-এর দুই বছর পূর্তি ও ৯ম আয়োজনের উপলক্ষে। গতকাল মঙ্গলবার সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদের এলমান আগাম অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ডাকসুর ভিপি সাদিক কায়েম। ফাতিমা তাসনিম জুমা ও আনান ইবনে মুনির, মৃদুয় মিজান, আদন আওয়ান, সানজিদা আনোয়ার, তাবাসসুম তাসনিম সাঞ্চারী, আফিয়া ইসলাম অর্পি, মাকসুদ হাসান, ইকবালুল আমান নাবিল, মোল্লা আবিদ হোসেন, সামিয়া ইসলাম প্রমুখ।

নিয়াজ আহমেদ খান। প্রধান বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখেন ফিলিস্তিন মিশনের উপপ্রধান জিয়াদ হাসান। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ছাত্র অধিকার পরিষদের সাধারণ সম্পাদক গাজানুল হাসান, শহিদ আবরার ফাহাদের ছোট ভাই ও বুয়েট শিক্ষার্থী আবরার ফাইয়াজ। এছাড় শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ডিবেটিং সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক রাদিব রামছুম ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আবৃত্তি সংসদের সাধারণ সম্পাদক ওয়ালিজা বিনতে শমন।

অনুষ্ঠানে বেবুত্তি জাহান জিনাত, ইমরান আহমেদ, লোরেনা আহমেদ, লামি বেবুহান মাহমুদ, শাকিলা মাহমুদ, ফারিহা আজম, মইন মুনতাসীর, ফাতিমা তাসনিম জুমা, আনান ইবনে মুনির, মৃদুয় মিজান, আদন আওয়ান, সানজিদা আনোয়ার, তাবাসসুম তাসনিম সাঞ্চারী, আফিয়া ইসলাম অর্পি, মাকসুদ হাসান, ইকবালুল আমান নাবিল, মোল্লা আবিদ হোসেন ও সামিয়া ইসলামসহ আরও অনেক কবি ও আবৃত্তিশিল্পী অংশগ্রহণ করেন।

নয়া দিগন্ত



আবরার ফাহাদ স্মৃতিস্তম্ভ

আগ্রাসনবিরোধী ৮ স্তম্ভের ডিজাইন যেভাবে হলো

● নয়া দিগন্ত ডেস্ক

রাজধানীর পলাশীতে গত মঙ্গলবার উদ্বোধন হলো 'আবরার ফাহাদ স্মৃতিস্তম্ভ/ আগ্রাসনবিরোধী আট স্তম্ভ।' এই স্মৃতিস্তম্ভের নকশার সাথে জড়িত নাজমুল হক নাইম এক ফেসবুক স্ট্যাটাসে উল্লেখ করেন, এই স্থাপত্যটির পেছনের গল্পটি অনেকের অজানা। অথচ এই গল্প জানা প্রয়োজন, কারণ ভিত্তিপ্রস্তর বা নামফলকে তা লেখা নেই। ফলে কালের গর্ভে হারিয়ে যেতে পারে পুরো ইতিহাস। তাই ডিজিটাল রেকর্ড হিসেবে এই বিবরণটি রাখা জরুরি মনে করেছি।

তিনি জানান, কম্পিটিশনে জমা পড়া মোট চারটি প্রাথমিক নকশা থেকে উদ্যোক্তারা এই চূড়ান্ত নকশাটি বেছে নেন। অন্যান্য প্রাথমিক ডিজাইনগুলো জমা দেন বুয়েটিয়ান স্থপতি সাঈদ আহমেদ (সেশন ১৯৯৩-৯৪), স্থপতি সাদ সিদ্দিকী (সেশন ২০১৪-১৫) এবং স্থপতি সেজান হোসাইন (সেশন ২০১৯-২০)। চূড়ান্ত স্থাপত্য নকশায় আমি, স্থপতি নাজমুল হক নাঈম, দায়িত্ব পালন করেছি। কাঠামোগত নকশায় ছিলেন বুয়েটের প্রাক্তন শিক্ষার্থী প্রকৌশলী তাইফুর রহমান ও প্রকৌশলী মাসুদুর রহমান। ডিজাইনের থ্রিডি ভিজ্যুয়ালাইজেশন করেছেন ড্যাফোডিল বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থাপত্য বিভাগীয় সাবেক শিক্ষার্থী স্থপতি উৎস।

মূল ধারণা : স্থাপত্যটির মূল ভাবনা ছিল আটটি স্তম্ভ আটটি মূল্যবোধ বা ধারণাকে ধারণ করবে।

এই আটটি ধারণা হলো:

১. মানবিক মর্যাদা
২. সাংস্কৃতিক

■ ১৫ পৃ: ২-এর কলামে

আগ্রাসনবিরোধী ৮ স্তম্ভের ডিজাইন

শেষ পৃষ্ঠার পর

স্বাধীনতা
৩. দেশীয় শিল্প, কৃষি, নদী, বন ও বন্দর রক্ষা
৪. অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা
৫. সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি
৬. গণপ্রতিরক্ষা
৭. গণতন্ত্র ও
৮. সার্বভৌমত্ব

এই আটটি ধারণা পরস্পর সম্পর্কিত, যা ক্রমান্বয়ে আমাদের সার্বভৌমত্বের দিকে নিয়ে যায়।

প্রতিটি স্তম্ভ এমনভাবে নির্মিত হয়েছে, যেন দূর থেকে মনে হয়, কিছু অতি প্রাকৃতিক অবয়ব শূন্যে ভাসছে। স্তম্ভের নিচে কালো রঙের একটি বেইস আছে, যা শোকের প্রতীক। কালো ধাতব সাপোর্ট (মূল নকশায় যা ছিল অত্যন্ত চিকন মেটাল) দিয়ে স্তম্ভগুলো বেইসের সাথে সংযুক্ত, রাতের বেলা দূর থেকে তা ভেসে থাকা সাহসী আত্মার প্রতীকী অবয়ব মনে হয়।

মাঝের কংক্রিট অংশ প্রতীক করে আবরারের মতো দৃঢ়চেতা মানুষদের, যারা প্রতিকূলতার মধ্যেও আদর্শে অটল থাকে। উপরের জংধরা মেটালের অংশে থাকা ছিদ্রগুলো শোষকের আঘাতে ও বুলেটে বিদ্ধ শোষিতের দেহের প্রতিরূপ। জংধরা মেটাল আমাদের মনে করিয়ে দেয় আবরারের মতো অসংখ্য শহীদের কথা, যাদের রক্ত শুকিয়ে গেলেও তারা চেতনায় চিরভাস্বর।

রাতের বেলা সেই ক্ষতবিক্ষত দেহ থেকেই ঠিকরে বের হয় আলো, যা নতুন পথিকদের পথ দেখায়। উপর দিকে ছুড়ে দেয়া আলোকরেখা তাদের অনন্ত যাত্রার প্রতীক, যা দূর থেকেও অনুপ্রেরণা জাগায়।

নির্মাণ ও বাস্তবায়ন

এই উদ্যোগের শুরু থেকে বাস্তবায়ন পর্যন্ত নিরলসভাবে কাজ করেছেন এম ওয়ালি উল্লাহ (সেশন ২০১৩-১৪), শামসুজ্জামান সম্রাট (সেশন ২০১৬-১৭), আলী আম্মার মুয়াজ (সেশন ২০১৬-১৭), আবরার ফাইয়াজসহ আরো অনেকে। সিটি করপোরেশন, বুয়েট, ট্রাফিক বিভাগসহ নানা প্রতিষ্ঠানে গিয়ে তারা কাজটির গুরুত্ব তুলে ধরেন এবং দ্রুত বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করেন। বিশেষ করে সম্রাটের নিঃস্বার্থ পরিশ্রম এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, তার উদ্যোগ না থাকলে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন হতো কি না, তা নিয়েও সন্দেহ ছিল।

প্রকল্প বাস্তবায়নের পেছনে এনসিপি নেতা আখতার হোসেন ও তার টিম কাজ করেছেন নিবিড়ভাবে। নামকরণ ও ধারণা বিকাশে সহযোগিতা করেছেন অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের উপদেষ্টা মাহফুজ আলম। পুরো প্রকল্পটির তত্ত্বাবধানে ছিলেন উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভুঁইয়া, যিনি দ্রুত সময়ের মধ্যে কাজটি সম্পন্ন করতে ভূমিকা রাখেন।

সিটি করপোরেশনের একদল প্রকৌশলী, ঠিকাদার ও শ্রমিক নিরলস পরিশ্রম করে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে স্মৃতিস্তম্ভটির নির্মাণ সম্পন্ন করেন। নানা প্রতিকূলতার মধ্যেও সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় সম্ভব হয়েছে এই বাস্তবায়ন।

সবাইকে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ যাদের যৌথ অবদানে আবরার ফাহাদ স্মৃতিস্তম্ভ/ আগ্রাসনবিরোধী আট স্তম্ভ আজ বাস্তবে রূপ নিয়েছে।

Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯

২৪ আশ্বিন ১৪৩২

DU in Media

09 October 2025

প্রথম আলো



বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান অনুষদের অধ্যাপক মুজাফফর আহমেদ চৌধুরী মিলনায়তনে আয়োজিত এক সেমিনারে বক্তব্য দেন যুক্তরাষ্ট্রের ইয়েল দ্যালয়ের আন্তর্জাতিক ইতিহাসের অধ্যাপক ডেভিড সি এঙ্গারম্যান। ছবি : প্রথম আলো

আমাদের সময়

সেমিনারে বক্তারা

রাষ্ট্র নয়, বেসরকারি খাত হবে উন্নয়নের চালিকা শক্তি

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

'বিভিন্ন দাতা রাষ্ট্রের সহায়তায় সরকারিভাবে উন্নয়নকাজের যুগ এখন প্রায় শেষ হয়ে গেছে। এর পরিবর্তে একটি নতুন উন্নয়ন অর্থায়নের যুগ তৈরি হচ্ছে, যেখানে উন্নয়নের জন্য দান বা সহায়তা হিসেবে নয়, বরং ঋণ হিসেবে অর্থ আসবে বা নেওয়া হবে। রাষ্ট্র নয়, বেসরকারি খাত হবে উন্নয়নের চালিকা শক্তি।' গতকাল বুধবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান অনুষদের অধ্যাপক মুজাফফর আহমেদ চৌধুরী মিলনায়তনে আয়োজিত এক সেমিনারে এসব কথা বলেন যুক্তরাষ্ট্রের ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক ইতিহাসের অধ্যাপক ডেভিড সি এঙ্গারম্যান।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগ ও বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি যৌথ উদ্যোগে 'আন্তর্জাতিক উন্নয়ন : অতীত, বর্তমান ও সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ' শীর্ষক এ সেমিনারের আয়োজন করে। এতে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির অছিপরিষদের সভাপতি ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক মাহবুব উল্লাহ।

সেমিনারে প্রধান আলোচকের বক্তব্যে ডেভিড সি এঙ্গারম্যান বলেন, প্রচলিত দাতা অর্থায়নের মাধ্যমে উন্নয়ন যুগ এখন সমাপ্তির পথে। এটি প্রায় ৭০ বছর স্থায়ী ছিল; ১৯৫৫ থেকে ২০২৫ পর্যন্ত, যা শীতল যুদ্ধের চেয়ে দীর্ঘ। ফলে উন্নয়নকে প্রাপক ও দাতা নয়, বরং ঋণগ্রহীতা ও ঋণদাতা সম্পর্কের ভিত্তিতে ভাবা উচিত। এতদিন বিশ্বব্যাংকসহ আঞ্চলিক বিভিন্ন সংস্থা ব্যাংকঋণ দিয়ে আসছিল। এখন সেই ভূমিকা নিচ্ছে বেসরকারি খাত। বিশেষ করে চীনের 'বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ'-এর মতো উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে।

তবে 'উন্নয়নের আকাঙ্ক্ষা' টিকে থাকবে– এমনটি উল্লেখ করে ডেভিড এঙ্গারম্যান বলেন, এই আকাঙ্ক্ষা শুধু পশ্চিমা ব্যাংক বা সংস্থার মধ্যে নয়, বরং গ্লোবাল সাউথ বা উন্নয়নশীল দেশগুলোর নিজেদের ভেতরও তৈরি হয়েছে। এখন আমরা এমন এক বিশ্বে বাস করছি, যেখানে প্রধান শক্তি হলো বেসরকারি বাজার ও বেসরকারি অর্থায়ন। ফলে অর্থায়নের জন্য উন্নয়নশীল দেশের নিজেদের বেসরকারি কোম্পানি, সাহায্য সংস্থা (এনজিও) ও সামাজিক ব্যবসার গুরুত্ব বাড়ছে।

অর্থনীতি সমিতির অন্তর্বর্তী কমিটির সদস্য সচিব মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিনের সঞ্চালনায় সেমিনারে আরও বক্তব্য দেন ইকোনমিক রিসার্চ গ্রুপের (ইআরজি) নির্বাহী পরিচালক সাজ্জাদ জহির, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের চেয়ারপারসন মাসুদা ইয়াসমীন, বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের (বিআইডিএস) গবেষক কাজী ইকবাল প্রমুখ।